আজকের কাগজে

তারিখ 04 MAY 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

# খুলতে না খুলতেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে আবার বন্ধ করার চক্রান্ত

**চট্টগ্রাম থেকে মোতাহার হোসেন ঃ** চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে না খুলতেই জামাত-শিবির পুনরায় বন্ধ করার ঘৃণ্য চক্রান্ত শুরু করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দলীয়করণ (জামাতীকরণ)-এর প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে একই সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসসমূহ খোলার ২ সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি, ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ আবাসিক হলসমূহের শিবিরের নেতা-কর্মী ও সমর্থক ছাড়া অন্য কোনো সংগঠনের ছাত্র-ছাত্রীরা এখনো আসেনি। হলে শিবিরের সশস্ত্র আর্মস ক্যাডার সিরাজুস সালেহীন বাহিনীর বহিরাগতরা এখনো অবস্থান করছে দাপটের সঙ্গেই।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগে লোক দেখানোর জন্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে তথাকথিত আচরণবিধি প্রণয়নের নামে মূলত যা করা হয়েছে তা বিশ্ববিদ্যালয়ে জামাত-শিবিরের রামরাজত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠারই ষড়যন্ত্র মাত্র। এ ব্যাপারে ইংরেজী বিভাগের একজন শিক্ষক এ প্রতিবেদককে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ রকম দাসখত বা শৃংখল কোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রশাসন কর্তৃক প্রণীত এই আচরণবিধিকে কেন্দ্র করে ছাত্রঐক্য, চাকসু, সাধারণ সম্পাদক ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক মহলের তীব্র অসন্তোস ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। চাকসু'র ভিপি নাজিম উদ্দিন এটা না পড়েই তাতে দস্তখত দেয়ায় চাকসু'র জিএস আজিম উদ্দিনসহ চাকসু'র অন্যান্য নেতা ও ছাত্রঐক্যের মধ্যে বিরোধ চলছে।

আচরণবিধি প্রসঙ্গে একজন ছাত্রঐক্য নেতা বলেন, এতে এমন কিছু শর্ত রয়েছে যা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে মেনে চলা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। যেমন পরিচয়পত্র লেমেনেটিং করে পকেটে লাগিয়ে সার্বক্ষণিক চলাফেরা, ভর্তির পর অভিভাবকের কাছ থেকে তাদের সন্তানরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনো সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত হবে না এ মর্মে মুচলেকা দেয়া। এগুলো মানার অর্থই হচ্ছে শিবিরের কাছে নতি স্বীকার করা। ঐ নেতা বলেন, ছাত্র সমাজের শিক্ষা জীবনের বৃহত্তর স্বার্থে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পক্ষে অভিমত দিয়েছে সেখানে আচরণবিধির ভূমিকা নগণ্য। ১৯টি আচরণবিধির অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্টের আওতায় পড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয় খোলার শুরুতেই শিবির নিয়মিত আচরণবিধি ভঙ্গ করে চলছে। তারা ক্যাম্পাসের মিছিল পোস্টারিং দলবেধে কোরাস গাওয়া, ক্লাস রুমে রুমে ঢুকে রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান ছাড়াও শাহ আমানত হলের ভারপ্রাপ্ত প্রভোস্টকে নাজেহাল করার মতো ধৃষ্টতা দেখিয়ে চলছে অনবরত।

এছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জামাতের অবস্থান সুদৃঢ় করতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়োগকৃত ৩ সিন্ডিকেট সদস্যকে দিয়ে যাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে জামাত সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ করেছেন। ভিসি-প্রোভিসি ও একই দোষদুষ্ট এবং তাঁরা সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন জামাত সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের অংশ নেন বলে জানা গেছে।